দারিদ্র বিমোচনে গাভী পালন

গাভী পালনের প্রয়োজনীয়তা ঃ

- গাভী দুধ দেয়। দুধ মানুষের আদর্শ খাদ্য।
- গোবর অতি উন্নতমানের জৈব সার।
- চামড়া দ্বারা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয়।
- উন্নত জাতের গাভী পালন করে অর্থ উপার্জন করা সম্ভব।
- আত্মকর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন সম্ভব।

প্রতিবন্ধকতা ঃ

- গাভী পালনের বাস্তব জ্ঞানের অভাব।
- উন্নত জাতের গাভীর অভাব।
- সুষম খাদ্য তৈরীর উপকরণ এর অভাব এবং উচ্চ মূল্য।
- গ্রামাঞ্চলে গাভীর রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধ এবং জাত উন্নয়নের জন্য কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থার অভাব।
- পরিকল্পনাবিহীন গাভী পালন এর বিকাশ ও উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়।

দুগ্ধবতী গাভীর বৈশিষ্ট্য ঃ

- ভাল আকার ও চেহারা হবে আকর্ষনীয়।
- দেহের সামনের দিক হালকা এবং পিছনের দিক হবে ভারী।
- শরীরের গঠন ঢিলে ঢালা, চামড়া পাতলা, শরীরে অপ্রয়োজনীয় মেদ বা মাংস থাকবে না।
- পাজরের হাড়গুলোর অস্তিত্ব চোখ দ্বারা অনুভব করা যাবে।
- ওলান বেশ বড় ও শরীরের সাথে লেগে থাকবে। ওলানের গঠন সুন্দর ও বাটগুলো বড়, একই আকারের ও সুন্দর হবে। চারটি বাট সমান দূরত্বে সাজানো থাকবে।
- দুধের শিরাগুলো মোটা হবে এবং নাভীর আশপাশ দিয়ে আঁকা বাঁকাভাবে বিস্তৃত থাকবে।
- শরীরের সকল অঙ্গই স্বাভাবিক, সুগঠিত হবে।
- চামড়া রং উজ্জ্বল হবে ও লোমগুলো চকচক করবে।
- চোখ উজ্জ্বল হবে এবং
- প্রতি বছর বাচ্চা দিবে।

ছবি নং- ১

দুগ্ধ খামার লাভজনক করার উপায় ঃ

- অধিক উৎপাদনশীল উন্নত জাতের গাভী পালন করতে হবে।
- অলাভজনক গাভী ছাটাই করে বাদ দিতে হবে।
- উন্নত ব্যবস্থাপনা যথা- সঠিকভাবে ঘর নির্মান, সুষম খাদ্য সরবরাহ, রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধ এবং উন্নত প্রজনন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- সস্তায় সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা এবং খাদ্য অপচয় রোধ করতে হবে।

- গাভীর গর্ভধারণ হার বাড়াতে হবে এবং প্রতি বছর বাচ্চা দেয় এ রকম গাভী পালন করতে হবে।
- উৎপাদিত দুধ ও অন্যান্য পণ্য লাভজনক ভাবে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।
- খামারে লোকমানের কারণ বের করে তা দূর করতে হবে।
- পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হতে হবে।

বাসস্থান নির্মাণ ঃ

- গাভীকে প্রতিকূল অবস্থা থেকে রক্ষা করা যেমন- ঝড়-বাদল, অতি ঠান্ডা ও গরম, পোকা-মাকড়, চোর, বন্য জীব-জন্তু ইত্যাদি।
- ঘর আরামদায়ক ও স্বাস্থ্য সম্মত হতে হবে।
- প্রতিটি গাভীকে খেয়াল করা যায় এমনভাবে নির্মাণ করা।
- খাদ্য অপচয় রোধ করা।
- উঁচু জায়গা সেখানে বন্যার পানি উঠে না, প্রচুর মুক্ত আলো-বাতাস পাওয়া যায়, রাস্তা, বিশুদ্ধ পানি, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা আছে এমন স্থানে ঘর নির্মাণ করা।
- ঘরের সাইজ হবে গাভীর সংখ্যা অনুযায়ী।

ঘরের মেঝে বা জায়গার নমুনা

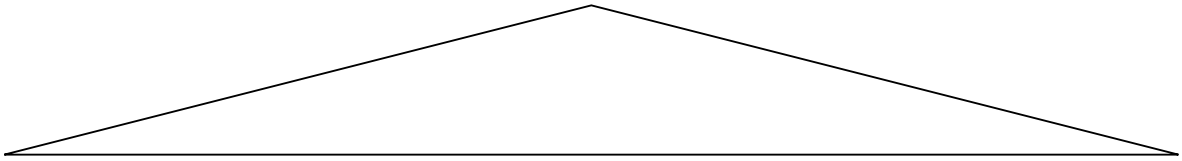

২	৩	২	৩	২	৩	২	৩	২	৩	২	৩
৪											

৫

১নং খাদ্য প্রদানের রাস্তা	প্রস্থ ৩ ফুট লম্বা প্রয়োজন মত
২নং খাবার পাত্র	২ ফুট × ৩ ফুট
৩নং পানির পাত্র	২ ফুট × ২ ফুট
৪নং গাভীর দাঁড়াবার জায়গা	৫ ফুট × ৫ ফুট
৫নং ড্রেন	প্রস্থ ১ ফুট লম্বা প্রয়োজন মত

গাভীর জাত উন্নয়ন ঃ

গাভীর দুধ উৎপাদন বংশগত ও পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। বংশগত গুণাগুণ পরিবর্তন করা যায় না কিন্তু পরিবেশের অনেক কিছু ব্যবস্থাপনার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আমাদের গাভী আকারে ছোট, দুধ ও মাংস কম পাওয়া যায়, দেরীতে মা হবার উপযোগী হয়, বাচ্চা প্রদানের মধ্যবর্তী সময় দীর্ঘ এবং অল্প সময় দুধ দেয়। এজন্য এরা অলাভজনক। অপরদিকে উন্নত জাতের গাভী অধিক পরিমাণে দুধ দেয়, অল্প বয়সে মা হওয়ার উপযোগী হয় ও প্রতিবছর বাচ্চা দেয়। উন্নত জাত দুইভাবে পাওয়া যায়।

(১) ক্রয় করে– এত উচ্চমূল্য যা কখনই সম্ভব নয়।

(২) জাত উন্নয়ন করে।

জাত উন্নয়ন পদ্ধতি ঃ

বাবার অর্ধেক গুণ ও মায়ের অর্ধেক গুণ নিয়ে সাধারণতঃ বাচ্চা জন্ম লাভ করে। যদি দেশী গাভীকে উন্নত জাতের বীর্য দ্বারা প্রজনন করা যায় তাহলে মাঝামাঝি (৫০% দেশী + ৫০% উন্নত) গুণের বাছুর পাওয়া যাবে। পরবর্তীতে মাঝামাঝি গুণের কন্যা বাছুরকে আবার উন্নত জাতের বীর্য দ্বারা প্রজনন করা যায় তাহলে ২৫ ভাগ দেশী এবং ৭৫ ভাগ উন্নত গুণাগুণের বাছুর পাওয়া যাবে। এইভাবে ৭ম বার প্রজনন মাধ্যম উন্নত জাত তৈরী করা সম্ভব হবে। আমাদের দেশে গাভীর জাত উন্নয়নের উদ্দেশ্যেই কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

কয়েকটি উন্নত জাতের গাভীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ঃ

হলস বেষ্টন ফ্রিজিয়ান ঃ আদিবাস হল্যান্ড। গাভীর ওজন ৫৫০-৬৭৫ কেজি। গায়ের রং সাধারণত: কাল-সাদা মিশানো। ৩০৫ দিনে গড় দুধ উৎপাদন ১০০০০-১৫০০০ লিটার।

জার্সি ঃ আদিবাস ইংল্যান্ডের জার্সি নামক স্থানে। গাভীর ওজন ৪০০-৫০০ কেজি। গায়ের রং ফিকে লাল। ৩০৫ দিনে গড় দুধ উৎপাদন ৪০০০-৪৫০০ লিটার।

শাহীওয়াল ঃ আদিবাস পাকিস্থানে। গাভীর ওজন ৩০০-৪০০ কেজি। গায়ের রং হালকা লাল, বাদামী ও সাদা রংয়ের হয়। ৩০০ দিনে গড় দুধ উৎপাদন ৪০০০-৪৫০০ লিটার।

সিন্ধি ঃ আদিবাস পাকিস্থানে। গাভীর ওজন ৩০০-৪০০ কেজি। গায়ের রং লাল, কালচে হলুদ অথবা গাঢ় রং হতে পারে। ৩০০ দিনে গড় দুধ উৎপাদন ৪০০০-৪৫০০ লিটার।

গাভীর সুষম খাদ্য ঃ

গাভীকে সাধারণ ভাবে শরীরের ক্ষয় বৃদ্ধি বা অন্য কোন পরিবর্তন ছাড়া শুধুমাত্র শরীর রক্ষার জন্য যে খাদ্যের প্রয়োজন হয় তাকে শরীর রক্ষাকারী খাদ্য বলে। শরীর রক্ষাকারী খাদ্য সহ দুধ উৎপাদনের জন্য যে অতিরিক্ত খাদ্য দেওয়া হয় তাকে উৎপাদনের খাদ্য বলা হয়।

গাভীর দৈনন্দিন খাদ্য পরিমাপের জন্য একটি সাধারণ পদ্ধতি ঃ

দেশী ও সংকর জাতের জন্য ঃ

- খড় দৈহিক ওজনের শতকরা ১.৫ ভাগ।
- কাঁচা ঘাস দৈহিক ওজনের শতকরা ৩ ভাগ।

দানাদার খাদ্য ঃ

(ক) দেশী গাভীর জন্য ঃ

দুগ্ধহীনা গাভীর জন্য প্রতিদিন ২ কেজি। দুগ্ধবতী গাভীর জন্য উপরোক্ত ২ কেজি সহ প্রতি ২.৫ লিটার উৎপাদিত দুধের জন্য ১ কেজি হারে দানাদার খাদ্য বেশী দিতে হবে।

(খ) উন্নত জাতের গাভীর জন্য ঃ

দুগ্ধহীনা গাভীর জন্য প্রতিদিন ৪-৫ কেজি। দুগ্ধবতী গাভীর জন্য উপরোক্ত ৪-৫ কেজি সহ প্রতি ২ লিটার উৎপাদিত দুধের জন্য ১ কেজি হারে দানাদার খাদ্য বেশী দিতে হবে।

পর্যাপ্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ করতে হবে।

গাভীর জন্য দানাদার খাদ্য মিশ্রন ঃ

গমের ভূষি	৪২ ভাগ
চাউলের কুড়া	২০ ভাগ
তিলের খৈল	২০ ভাগ

ভাঙ্গা খেসারী বা মাসকালাই	১৫ ভাগ
জীবাণুমুক্ত হাড়ের বা ঝিনুকের গুড়া	২ ভাগ
লবন	১ ভাগ
মোট	**১০০ ভাগ**

বিঃ দ্রঃ কাঁচা ঘাস প্রচুর পরিমানে পাওয়া গেলে প্রতি ১ কেজি দানাদার খাদ্যের পরিবর্তে ১০ কেজি কাঁচা ঘাস খাওয়ানো যায়।

উন্নত ঘাস চাষ ঃ

দানাদার খাদ্যের পাশাপাশি কাঁচাঘাস অবশ্যই খাওয়াতে হবে। কাঁচা ঘাস অভাবে গাভী দুর্বল হয় এমনকি অন্ধ বাছুর জন্ম লাভ করে। কাঁচাঘাসের অভাব পূরণ করার জন্য অধিক ফলনশীল ঘাস চাষ করা লাভ জনক। উদাহরণ স্বরূপ- একটি উন্নত ঘাসের চাষ বর্ণনা করা হলো।

নেপিয়ার ঃ এটি একটি স্থায়ী ঘাস। কচি অবস্থায় পুষ্টিমান বেশী। জমি ভালভাবে চাষ করে একর প্রতি ২০০০-২৫০০ কেজি গোবর সার দিলে ভাল ফলন হয়। এছাড়া একর প্রতি ৩৫ কেজি ইউরিয়া, ২৬ কেজি টিএসপি ও ২০ কেজি এমপি সার দেওয়া ভাল। সারিবদ্ধ ভাবে লাগাতে হয়। এক সারি থেকে অন্য সারির দূরত্ব ১.৫-২ ফুট ও সারিতে চারা থেকে চারার দূরত্ব ১-১.৫ ফুট। প্রথমবার লাগানোর ৪০-৫০ দিন পরেই ঘাস কেটে খাওয়ানো যায়। গোড়ায় ২-৩ ইঞ্চি রেখে কাটতে হয়। বছরে ৮-১০ বার কেটে খাওয়ানো যায়। একর প্রতি ৬০০০০-৬৫০০০ কেজি কাঁচা ঘাস হতে পারে।

সাইলেজ ঃ শুকনা মৌসুমের জন্য কাঁচা ঘাস বায়ুশূন্য অবস্থায় সংরক্ষণ করাকে সাইলেজ বলে। ২০ ফুট লম্বা ৫ ফুট চওড়া ৩ ফুট গভীর গর্ত প্লাস্টিক দিয়ে মুড়ে দিতে হবে। ঘাস ২-৩ ইঞ্চি টুকরা করে কেটে স্তরে স্তরে সাজাতে হবে। প্রতি স্তর ১ ফুট পুরু হবে। ভিতরে যেন কোন বাতাস না থাকে। এভাবে রাখার পর উপরে ৪ ইঞ্চি পরিমাণ গমের ভূষি অথবা শুকনা খড় দিয়ে ঢেকে তার উপর মাটি দিতে হবে। মাঝখানে উঁচু করতে হবে যেন কোন ক্রমেই বৃষ্টির পানি ভিতরে ঢুকতে না পারে। সাইলেজ খাওয়ানো শুরু করলে সাইলোর একপাশ থেকে শুরু করতে হবে। বাতাসের সংস্পর্শে যত কম আসে ততই মঙ্গল।

রোগ-বালাই

গাভীর প্রধান কয়েকটি রোগের বর্ণনা ঃ

রোগের নাম	কারণ	লক্ষণ	চিকিৎসা
তড়কা Anthrax	ব্যাকটেরিয়া	অনেক সময় লক্ষণ প্রকাশের আগেই মৃত্যু ঘটে। এছাড়া অত্যধিক জ্বর (১০৩°-১০৭° ফাঃ) শরীরের লোম খাড়া হয়। মাথা নিচু করে থাকে, খিচুনি হয়। অবশেষে মারা যায়।	প্রোনাপেন ৪০ লাখ মাংসে ইনজেকশন দিনে ১ টা পর পর ৩ দিন। প্রতিকার সুস্থ অবস্থায় বছরে একবার টিকা দিতে হয়।
গলাফুলা Haemorrha-gic Septicaemia	ব্যাকটেরিয়া	তীব্র জ্বর হয় (১০৫°-১০৭° ফাঃ) গলা থল থলে হয়ে ফুলে যায়। ফুলা স্থান গরম হয়। ফুলা বাড়তে থাকে। শ্বাস কষ্ট হয় ও শ্বাস ত্যাগের সময় শব্দ হয়। খাওয়া ছেড়ে দেয়। শ্বাস কষ্ট হয়ে মারা যায়।	ভেসুলং ২০%, ভেসাডিন বা রোনামাইসিন এল, এ প্রস্তুত কারকের নির্দেশ মোতাবেক ব্যবহার করতে হয়। প্রতিকার ঃ সুস্থ পশুকে বছরে একবার টিকা দিতে হয়।
বাদলা Black Quarter	ব্যাকটেরিয়া	৬-২৪ মাস বয়সের বাছুর এ রোগে বেশী আক্রান্ত হয়। তীব্র জ্বর হয়। (১০৫°-১০৭° ফাঃ) শরীরের কোন এক স্থানে ফুলে উঠে এবং আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। ফুলা জায়গায় চাপ দিলে পচ পচ শব্দ হয়। পায়খানা শক্ত হয় ও পেট	ক্রিষ্টাপেন ৪০ লাখ মাংসে দিনে ১ বার পর পর ৩ দিন ইনজেকশন দিতে হয়। প্রতিকার ঃ সুস্থ বাছুরকে বছরে একবার এ

<table>
<tr><th>রোগের নাম</th><th>কারণ</th><th>লক্ষণ</th><th>চিকিৎসা</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>ফাঁপা থাকে। দূর্বল হয়ে পড়ে ও মারা যায়।</td><td>রোগের টিকা দিতে হয়।</td></tr>
<tr><td>ক্ষুরা রোগ
Foot and Mouth Disease</td><td>ভাইরাস (মারাত্মক ছোঁয়াচে)</td><td>গরু, মহিষ, ছাগল ভেড়া এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। প্রথমে জ্বর হয় (১০০°-১০৫° ফাঃ) দাঁতের মাড়িতে, জিহ্বায়, মুখের ভিতর, পায়ের ক্ষুরে মাঝে মাঝে ফোস্কা হয়, পরে ফেটে যায় এবং ঘা সৃষ্টি করে। খেতে পারে না দূর্বল হয়। ক্ষতে মাছি পড়ার ফলে পোকা হয়। হাটতে পারে না, দুধ কমে যায়। বাছুর আক্রান্ত হলে মারা যায়।</td><td>কুসুম কুসুম গরম পানিতে পটাশ মিশিয়ে মুখ ও পা ধুইয়ে দিতে হয়। মুখে সোহাগা এবং পায়ে নেপথলিন ও সালফানিলামাইড মিশিয়ে লাগাতে হয়। রেনামাইসিন এল এ ইনজেকমন উপকারী।
প্রতিকার ঃ সুস্থ অবস্থায় বছরে একবার টিকা দিতে হয়।</td></tr>
<tr><td>ওলান পাকা
Mastitis</td><td>ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, আঘাত বা ওলানে দীর্ঘ সময় দুধ জমে থাকলে।</td><td>ওলান ও বাট হঠাৎ লাল হয়ে ফুলে উঠে। হাত দিলে গরম অনুভূত হয়। গাভী পিছনের পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে থাকে। ওলানে হাত দিতে দেয় না। দুধের সাথে ছানার মত জমাট বাঁধা দুধ দেখা যায়। পুরানো রোগে দুধ কমে যায়। এমনকি বন্ধ হয়ে যায়। ওলান শক্ত হয়।</td><td>জেনটামাইসিন, ক্লোরটেট্রাসন বা ভেসুলৎ প্রস্তুত কারকের নির্দেশ মোতাবেক ইনজেকশন দিতে হয়। এছাড়া বাজারে বিভিন্ন এন্টিবায়োটিক টিউব যেমন- জেনটামাস টিউব, ভেটিমাস্ট টিউব বাটের ছিদ্র দিয়ে দিনে ২ বার পর পর ৫ দিন প্রবেশ করাতে হয়।
প্রতিকার ঃ বাসস্থান পরিষ্কার রাখতে হবে। কমপক্ষে সপ্তাহে ১ দিন জীবাণুনাশক ঔষধ যেমন- ফিনাইল পানিতে মিশিয়ে ঘর ধুইয়ে দিতে হবে।</td></tr>
<tr><td>দেহের ভিতরের পরজীবি</td><td>গোলকৃমি, পাতা বা কলিজাকৃমি, ফিতা কৃমি</td><td>হজমকৃত খাবারে ভাগ বসায়, রক্ত খায়, দেহের ক্ষতি সাধন করে। ক্রমেই দূর্বল হয়ে পড়ে। রুচি কমে যায়, দেহের ওজন কমতে থাকে, পাতলা পায়খানা করে, লোম খসখসে দেখায়। দুধ উৎপাদন কমে যায়, ফুসফুস আক্রান্ত হলে কাশে, কলিজা আক্রান্ত হলে ক্ষুধা মন্দা, খুবই দূর্বল হয়।</td><td>বাজারে বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানির কৃমি নাশক ঔষধ পাওয়া যায়। সকল কৃমিতে কাজ করে যেমন- Dovenix প্রতি ২৫ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১ সিসি ঔষধ চামড়ার নিজে ইজেকশন দিতে হয়। Triclazol ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়।
মাত্রা ও প্রয়োগ ঃ দৈহিক ওজনের ভিত্তিতে
<table>
<tr><th>দৈহিক মাত্রা</th><th>বোলাস সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>১০-২০ কেজি</td><td>১/৪ টি বোলাস</td></tr>
<tr><td>২১-৪০ কেজি</td><td>১/২ টি বোলাস</td></tr>
<tr><td>৪১-৭৫ কেজি</td><td>১ টি বোলাস</td></tr>
<tr><td>৭৬-১৫০ কেজি</td><td>২ টি বোলাস</td></tr>
<tr><td>১৫১-২২৫ কেজি</td><td>৩ টি বোলাস</td></tr>
<tr><td>২২৬-৩০০ কেজি</td><td>৪ টি বোলাস</td></tr>
<tr><td>৩০১-৩৭৫ কেজি</td><td>৫ টি বোলাস</td></tr>
<tr><td>৩৭৬-৪৫০ কেজি</td><td>৬ টি বোলাস</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>দেহের বাহিরের পরজীবি</td><td>উকুন ও আটালী</td><td>রক্ত শূন্যতা হয়, কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। দেহের বৃদ্ধি হার কমে যায়। দুধের উৎপাদন কমে যায়। শরীরের লোম উসকো খুসকো দেখায়। চামড়ার গুণগত মান নষ্ট হয়ে যায়।</td><td>Neguvon প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ গ্রাম মিশিয়ে সমস্ত শরীরে দিনে ১ বার পরপর ৩ দিন লাগাতে হয় এবং বাসস্থানে স্প্রে করতে হয়।</td></tr>
</table>

রোগ দমনের মৌলিক নিয়মাবলী ঃ

১. অসুস্থ পশু হতে সুস্থ পশুকে সর্বদা পৃথক রাখুন।
২. পশুকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, শুকনা আলো-বাতাস পূর্ণ ঘরে রাখুন।
৩. পরিস্কার ও শুকনা পাত্রে নিয়মিত সুষম খাবার দিন।
৪. পশুর প্রতি সর্বদা স্নবান হউন।
৫. বাজার থেকে ক্রয়কৃত অথবা ফেরৎকৃত পশুকে কমপক্ষে তিন দিন আলাদা করে রাখুন।
৬. মৃত পশুর দেহ মাটিতে পুঁতে ফেলুন অথবা পুড়িয়ে দিন।
৭. রোগের প্রাথমিক অবস্থায়ই উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা নিন।
৮. সুস্থ পশুকে সময় মত প্রতিষেধক টিকা দিন।

দারিদ্র্য বিমোচনে গবাদি পশু মোটাতাজাকরণ

কৃত্রিম প্রজনন মাধ্যম উৎপাদিত সংকর জাতের বাছুরগুলো অবহেলায়, অযত্ন, সুষম খাদ্যের অভাবে বিভিন্ন রোগে যেমন কৃমিতে আক্রান্ত হওয়ায়, দেহের বৃদ্ধি না হওয়ায়, ওজন কম হয় ফলে মাংস নিম্মানের ও কম হয়। এ বাছুরগুলো কম মূল্যে বিক্রি হয়। দুধ ছাড়ার পর এ বাছুরগুলো ক্রয় করে রোগের চিকিৎসা, সুষম খাদ্য প্রদান এবং উন্নত ব্যবস্থাপনায় পালন করলে কয়েক মাসের মধ্যেই দেহের ওজন বৃদ্ধি ও উন্নতমানের মাংস পাওয়া যায়। সেই সাথে মূল্যও অনেক বৃদ্ধি পায়।

উদ্দেশ্য ঃ

- প্রাণীজ আমিষের ঘাটতি পূরণ।
- অর্থ উপার্জন।
- বেকার যুবক যুব মহিলাদের অকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যম দারিদ্র বিমোচন করা সম্ভব।

মোটাতাজা করলে কি লাভ হয় ?

- শরীর দ্রুত বৃদ্ধি পায়।
- শরীরে দ্রুত মাংস ও চর্বি জমা হয়।
- উৎকৃষ্টমানের মাংস পাওয়া যায়।
- জবাইয়ের পর দেহের ওজনের ৬০-৭০% মাংস পাওয়া যায়।
- মোটাতাজা গরুর মূল্য বেশী পাওয়া যায়।

গরু ক্রয়ের বিবেচ্য বৈশিষ্ট্য সমূহ ঃ

১. সংকর জাতের এঁড়ে বাছুর দুধ ছাড়ার পর।
২. মাথা ও গলা খাটো এবং চওড়া হতে হবে।
৩. প্রশস্ত কপাল।
৪. হাড়ের জোড়া মোটা।
৫. কাঁধ খুব পুরু ও মসৃন।
৬. পিট চ্যাপ্টা, অনেকটা সমতল।
৭. কোমরের দুই পাশ প্রশস্ত ও পুরু।
৮. পাজরের হাড় মোটা হতে হবে।
৯. বুক প্রশস্ত এবং বিস্তৃত হতে হবে।
১০. চামড়া ঢিলা।
১১. সামনের পা দুটো খাটো ও শক্ত সামর্থ হবে।
১২. কমপক্ষে ২ বছরের এঁড়ে বাছুর ক্রয় করতে হবে।

বাসস্থান ঃ

গাভী পালন অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

কি কি নিয়ম পালন করতে হবে।

১. গরু ক্রয়ের পর পরিস্কার, পরিচ্ছন্ন, আরামদায়ক, প্রচুর মুক্ত আলো বাতাস পাওয়া যায় এমন ঘরে রাখতে হবে। মেঝে পাকা হলে উত্তম।
২. বাসস্থান সব সময় পরিস্কার ও জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে। মাঝে মাঝে জীবাণু নাশক ঔষধ যেমন- ফিনাইল পানিতে মিশিয়ে ঘর ধুইয়ে নিতে হবে।

৩. মাছি, মশা ও আটালির আক্রমণ প্রতিহতের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪. প্রতিদিন গা ঘষে গোসল করাতে হবে। প্রয়োজনে সাবান ব্যবহার করতে হবে।

৫. কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

৬. সব সময় একই স্থানে রাখতে হবে এমন কি অতিরিক্ত নড়াচড়া করতে দেয়া যাবে না।

৭. কৃমি নাশক ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে। যে ঔষধ গোল কৃমি, কলিজা কৃমি এবং ফিতা কৃমিতে কাজ করে তাহাই প্রয়োগ করতে হবে। যেমন- DOVENIX

১ সিসি প্রতি ২৫ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য। অথবা Triclazol Bolus ব্যবহার করা যেতে পারে। মাত্রা ও প্রয়োগ গাভীর মত।

৮. সুষম খাদ্য সরবরাহ করতে হবে ঃ

খড় দৈনিক ওজনের শতকরা ১.৫ ভাগ। কাঁচা ঘাস দৈহিক ওজনের শতকরা ৩ ভাগ। দানাদার খাদ্য দৈহিক ওজন অনুযায়ী নিম্নে তালিকা দেওয়া হইল ঃ

৯. Rexon Bolus ঃ গবাদি পশুকে কৃমি নাশক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসার পর রেক্সন বোলাস ২ টা করে বড়ি ২-৩ দিন সেবন করলে অল্প সময়ে মোটাতাজা হয়।

১০. Rexon Bolus ব্যবহারের একমাস পর A-Sol (এ-সল) ৫-২৫ সিসি দৈহিক ওজন ভিত্তিতে চামড়ার নিচে ইনজেকশনে সুফল পাওয়া যায়।

১১. সঠিক মাত্রায় ইউরিয়া খড়ের সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। কোন অবস্থায় মাত্রার বেশী ইউরিয়া খাওয়ানো যাবে না। কারণ এতে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক খাওয়ানো যেতে পারে।

১২. পর্যাপ্ত পরিমাণ বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩. সংক্রামক রোগের টিকা দিতে হবে।

১৪. উত্তেজিত বা বিরক্ত করা যাবে না।

১৫. বাহিরের লোকজনকে গরুর কাছে যেতে দেওয়া যাবে না।

১৬. এঁড়ে বাছুর ক্রয় করলে Burdizo Method এ খোঁজা করে নিতে হবে।

গরু মোটাতাজাকরণের জন্য দানাদার খাদ্য মিশ্রণ তালিকা ঃ

তালিকা-১		তালিকা-২		তালিকা-৩		তালিকা-৪	
উপকারণ	পরিমাণ (%)	উপকারণ	পরিমাণ (%)	উপকারণ	পরিমাণ (%)	উপকারণ	পরিমাণ (%)
গমের ভূষি	৫৪	চালভাঙ্গা (খুদ)	২৫	চালভাঙ্গা (খুদ)	১০	খেসারীর ভূষি	১৪
খেসারীর ভূষি	২০	গমের ভূষি	১৫	গমের ভূষি	১৫	গমের ভূষি	১০
তিলের খৈল	১৮	চালের কুড়া	২০	চালের কুড়া	৪০	চালের কুড়া	৫০
শুটকি মাছের গুড়া	৭	মসুরের ভূষি	২৪	খেসারী ভাঙ্গা	১০	মসুরের ভূষি	১০
লবণ	০.৫	তিলের খৈল	১৫	তিলের খৈল	২০	তিলের খৈল	১৫
ঝিনুকের গুড়া	০.৫	শুটকি মাছের গুড়া	৫	শুটকি মাছের গুড়া	৪	শুটকি মাছের গুড়া	০.৫
	১০০	ঝিনুকের গুড়া	০.৫	লবণ	০.৫	ঝিনুকের গুড়া	০.৫
		লবণ	০.৫	ঝিনুকের গুড়া	০.৫		১০০
			১০০		১০০		

মনে রাখা প্রয়োজন পশুপালনের জন্য খাদ্য খরচই সব চেয়ে বেশী (৬০-৭০%)। খরচ বিবেচনা করে আপনার পশুর জন্য সুষম খাদ্য তৈরি এবং সরবরাহ করবেন।

মোটাতাজাকরণে গরুকে খাদ্য পরিবেশনের পরিমাণ ঃ

গরুর ওজন (কেজি)	ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাত খড় (কেজি)	দানাদার খাদ্য (কেজি)	কাঁচা ঘাস (কেজি)	পরিপূরক কাঁচা ঘাস (কেজি)
৫০	০.৫০	১.২৫	২.০০	২.০০
৭৫	১.০০	২.০০	৩.০০	৩.০০
১০০	১.৫০	৩.০০	৪.০০	৬.০০
১৫০	২.০০	৩.৫০	৫.০০	৭.০০
২০০	৩.০০	৪.০০	৬.০০	১০.০০
২৫০	৩.৫০	৪.৫০	৭.০০	১১.০০
৩০০	৪.০০	৫.০০	৮.০০	১৫.০০
৩৫০	৪.০০	৫.০০	৮.০০	১৬.০০
৪০০	৪.০০	৫.০০	৯.০০	২০.০০
৪৫০	৪.০০	৫.০০	১০.০০	২২.০০
৫০০	৪.০০	৫.০০	১০.০০	২৫.০০

বিঃদ্রঃ প্রতি ১০ কেজি পরিপূরক কাঁচা ঘাসের সরবরাহ নিশ্চিত করা গেলে ১ কেজি দানাদার খাবার হ্রাস করা যাবে।

ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র তৈরীর বিভিন্ন উপাদান মিশ্রণের হার ঃ

শুকনা খড় (কেজি)	পানি (লিটার)	চিটাগুড়	ইউরিয়া
১	০.৫-০.৭	২১০-২৪০ গ্রাম	৩০ গ্রাম
২	১.০-১.৪	৪২০-৪৮০ গ্রাম	৬০ গ্রাম
৩	১.৫-২.১	৬৩০-৭২০ গ্রাম	৯০ গ্রাম
৪	২.০-২.৮	৮৪০-৯৬০ গ্রাম	১২০ গ্রাম
৫	২.৫-৩.৫	১.০৫-১.২০ কেজি	১৫০ গ্রাম
১০	৫.০-৭.০	২.১০-২.৪০ কেজি	৩০০ গ্রাম
২০	১০.০-১৪.০	৪.২০-৪.৮০ কেজি	৬০০ গ্রাম
৫০	২৫.০-৩৫.০	১০.৫০-১২.০০ কেজি	১.৫০ কেজি
১০০	৫০.০-৭০.০	২১.০০-২৪.০০ কেজি	৩.০০ কেজি

সাবধানতা ঃ

- ইউ, এস, এস তৈরীর সময় ইউরিয়া, মোলাসেস ও খড় এর অনুপাত এবং পানির পরিমাণ ঠিক রাখতে হবে।
- ইউরিয়ার মাত্রা কোন ক্রমেই বাড়ানো যাবে না।
- ইউ, এস, এস বানিয়ে তিন দিনের বেশী রাখা যাবে না।

(খ) ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক ঃ

ইউরিয়া মোলাসেস ব্লকের উপাদান

প্রয়োজনীয় উপকরণ	পরিমাণ (%)
চিটাগুড়	৫৪
গমের ভূষি	১০
অটোরাইস মিলের চাউলের কুরা	১৭
ইউরিয়া	১০
খাওয়ার চুন	৫
কপার সালফেট	০.৫
ফেরাস সালফেট	২.৫
লবণ	১
মোট	**১০০**

ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক তৈরীর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ঃ

১। কড়াই, ২। বালতি,

৩। দাড়িপাল্লা, ৪। কাঠের বা বাঁশের হাতা,

৫। কাঠের ছাঁচ ঃ দুই কেজির ব্লকের জন্য ৯´´ ইঞ্চি লম্বা, ৪´´- ৫´´ ইঞ্চি চওড়া এবং ৪´´ ইঞ্চি উচ্চতা।

প্রস্তুত প্রণালী ঃ

প্রথমে পরিমাণ মত সব উপকরণ আলাদা আলাদা মেপে নিন। একটি কড়াইয়ে চিটাগুড় নিয়ে জ্বাল দিয়ে আঠালোভাব করে নিন। তারপর ঠান্ডা (২৫° সেঃ) করে পুর্বে মেপে নেওয়া ইউরিয়া, চুন, লবণ, কপার সালফেট ও ফেরাস সালফেট কড়াইয়ের মধ্যে চিটাগুড়ের ভিতর ঢেলে ভালভাবে মিশান। তারপর মেপে নেওয়া গমের ভূষি আস্তে আস্তে ঢালুন এবং হাতা দ্বারা ঘাটতে ঘাটতে শক্ত আঠাল করে নিন। পরে কাঠের ছাঁচে ঢেলে ঢাকনা দিয়ে চেপে দিলে ব্লকের আকার ধারণ করবে। তারপর ছাঁচ থেকে বের করে ১২ ঘন্টার মত বাতাসে রেখে দিলে শক্ত হবে। এভাবে ব্লক তৈরী করে পলিথিনের ব্যাগে প্যাকিং করার ব্যবস্থা করতে হবে। এরকম প্যাকেট শুকনা স্থানে সংরক্ষণ করা যাবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন কোন ক্রমেই এর গন্ধ বা বর্ণ নষ্ট না হয় এবং কোন প্রকার ছাতা না পরে।

খাওয়ানোর নিয়ম ঃ

স্বাভাবিক খাবারের সাথে গরুকে ২৫০-৩০০ গ্রাম ও ছাগলকে ৭৫-১০০ গ্রাম পর্যন্ত খাওয়ানো যাবে। ব্লক পশুর সামনে রেখে দিলে চেটে চেটে খাবে। ব্লক পানিতে ভিজিয়ে বা ভেঙ্গে গুড়া করে অথবা পরিমাণের বেশী খাওয়ানো যাবে না।

সতর্কতা ঃ

- ইউ এম এস তৈরীর সময় ইউরিয়া মোলাসেস ও খড় এর অনুপাত এবং পানির পরিমাণ ঠিক রাখতে হবে।
- ইউরিয়ার মাত্রা কোন ক্রমেই বাড়ানো যাবে না।
- ইউ এম এস বানিয়ে এক দিনের বেশী রাখা যাবে না।
- ইউরিয়া প্রয়োজনের তুলনায় কম/বেশী খাওয়ানো যাবে না।
- ইউরিয়া ও মোলাসেস খাওয়ানোর সাথে সাথে পেট ভরে পানি খাওয়ানো যাবে না।
- খালি পেটে ইউরিয়া মিশ্রিত কোন খাদ্য খাওয়ানো যাবে না।
- শুধু ইউরিয়া বা ভাতের মাড় বা পানিতে গুলিয়ে খাওয়ানো যাবে না।
- ছয় মাসের কম বয়সী ও অসুস্থ পশুকে ইউরিয়া মিশ্রিত কোন খাবার খাওয়ানো যাবে না।

- কোন পশুকে ইউরিয়া মিশ্রিত খাদ্য খাওয়ানোর পর অসুবিধা বোধ করলে বা এলার্জি দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ উক্ত খাদ্য খাওয়ানো বন্ধ করে দিতে হবে।
- গর্ভবতী গাভীকে গর্ভাবস্থার শেষ দিকে খাওয়ানো যাবে না।

গবাদি পশুতে ইউরিয়া বিষক্রিয়ার লক্ষণ ঃ

- অস্বাভাবিক লালা ঝরে।
- পেট ফুলে যায়।
- ঘন ঘন প্রসাব ও পায়খানা হয়।
- শ্বাস-প্রশ্বাস বিঘ্নিত হয়।
- শরীরের বিভিন্ন অংশের মাংস কাঁপতে থাকে।
- সামনের পা খোঁড়ানোর সম্ভাবনা থাকে।
- লক্ষণ প্রকাশের ৩০ মিনিট থেকে আড়াই ঘন্টার মধ্যে মারা যেতে পারে।

ইউরিয়া দ্বারা বিষক্রিয়া হলে করণীয় ঃ

- সঙ্গে সঙ্গে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।
- কোন প্রকার খাদ্য প্রদানে বিরত থাকতে হবে।
- পশু যেন শুতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- পেটের গ্যাস বের করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- হালকা অম্ল জাতীয় দ্রব্য খাওয়াতে হবে যেমন- পাকা তেঁতুল গুলিয়ে বা বাজার থেকে ভিনেগার কিনে খাওয়ানো যেতে পারে। বড় গরুর বেলায় চার লিটার পরিমাণ ভিনেগার সমান পরিমাণ পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো যায়। তাছাড়া মাংস পেশীতে ১০ সিসি পরিমাণ এট্রোপিন সালফেট ইনজেকশন করা যেতে পারে।
- গরুকে ২০-৪০ লিটার ঠান্ডা পানি খাওয়ালে ভাল ফল পাওয়া যায়।

= ০ =

দারিদ্র্য বিমোচনে ছাগল পালন

ছাগল গরীবের গাভী বলে পরিচিত। ছাগল মাংস, দুধ ও চামড়া উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

ছাগলের জাত ঃ

১. ব্লাক বেঙ্গল। ২. যমুনাপাড়ী বা রামছাগল।

বাংলাদেশ সরকার ব্লাক বেঙ্গল ছাগলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন।

ছাগল পালনের উদ্দেশ্য ঃ

- প্রাণীজ আমিষের ঘাটতি পূরণ।
- লাভজনক ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারে।
- মাংস ও চামড়া বিশ্ব বিখ্যাত।

অতএব ছাগল পালন হতে পারে বেকার সমস্যা দূরীকরণ, দারিদ্র বিমোচন, আমিষের ঘাটতি পূরণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে অন্যতম হাতিয়ার।

ছাগল পালনে সুবিধা ঃ

- ছাগল ছোট প্রাণী।
- এদের খাদ্য কম লাগে এবং অল্প জায়গায় পোষা যায়।
- কম বয়সে প্রজনন ক্ষমতা অর্জন করে, বছরে দু'বার এবং প্রতিবারে ২-৪ টি বাচ্চা দেয়।
- এক বছরে ১৫-২০ কেজি ওজনের হতে পারে যা থেকে ৮-১০ কেজি মাংস উৎপাদিত হয়।
- সকল ধর্মাবলম্বী লোকজনের কাছে ছাগলের মাংস সমাদৃত।
- যাদের গাভী পালনে সমর্থ নেই তারা অনায়াসে ২-৩ টা ছাগল পালন করতে পারে।
- গরীব পরিবারে আয়ের উৎস হতে পারে।
- গবাদি পশুর তুলনায় এদের রোগ-বালাই কম।
- ছাগলের দুধ অধিক পুষ্টিকর। যক্ষা ও হাঁপানী রোগের ঔষধ হিসাবে বিবেচিত।

ছাগল পালনে অসুবিধা ঃ

- ছাগল পালনে উন্নত ব্যবস্থাপনা জ্ঞানের অভাব।
- কম ওজনের বাচ্চা প্রসব, বৃদ্ধির হার কম, অধিক হারে মৃত্যু।
- নীতিমালাহীন অবাধে সংকরায়নের ফলে গুণগত মান ধ্বংসের পথে।
- ছাগলের মাংস, দুধ ও চামড়ার সুষ্ঠ বাজার জাতকরণের অভাব।

ছাগী নির্বাচন ঃ

- ছাগীর মাথা যেন লম্বা-মাঝারি আকারের এবং আকর্ষণীয় হয়।
- ছাগীর গলা ও ঘাড় সরু এবং কাঁধ নরম হয়।
- পিঠ, পিঠের কুঁজ এবং কাঁধ সরল রেখা বরাবর হয়।
- ছাগীর ওলানগুলো সমানভাবে বিন্যস্ত থাকে এবং দুগ্ধ রগটি স্পষ্ট হয়ে ভেসে থাকে।
- ছাগীর পাগুলো সমানভাবে বিন্যস্ত থাকা বাঞ্ছনীয়।
- পাঁজরের হাড় বা অস্থি যেন প্রশস্ত বা বাঁকানো হয়।

ছবি নং- ২

- পিছনের হাড় পিছন দিকে ঢালু এবং পিছনের উভয় দিকের হাড় উঁচু থাকা বাঞ্ছনীয়।
- ছাগলের কান যেন মাথা বরাবর সমান্তরাল থাকে।

পাঁঠা নির্বাচন ঃ

- বয়স ১২ মাসের মধ্যে হওয়া;
- অন্ডকোষ বড় ও সুগঠিত হওয়া;
- পিছনের পা শক্তিশালী ও সুঠাম হওয়া;
- আকারে বড় ও আকর্ষণীয় গঠনের ও সুস্থ হওয়া;
- বংশ পরিচয় জেনে নিতে হবে/অর্থাৎ মা, নানী, দাদী বছরে দুটি বাচ্চা দিয়েছে কিনা, প্রতিবারে দুই বা তার বেশী বাচ্চা দিয়েছে কিনা, এবং মৃত্যুর হার কম ছিল কিনা।
- পাঠার যৌন রোগসহ অন্যান্য রোগ থেকে মুক্ত কিনা তা জেনে নেওয়া ভাল।
- টিকা দেওয়া আছে কিনা তা জেনে নিতে হবে। টিকা প্রদান করা হয়ে থাকলে কি ধরণের টিকা প্রয়োগ করা হয়েছে তা নিশ্চিত হতে হবে।
- কৃমিনাশক খাওয়ানো হয়েছে কিনা তা জেনে নিলে পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে সুবিধা হবে।

ছাগলের বাসস্থান ঃ

- ছাগল সাধারণতঃ শুষ্ক আবহাওয়া, পরিস্কার দুর্গন্ধমুক্ত, উষ্ণ ও প্রচুর আলো-বাতাস চলাচলকারী পরিবেশে থাকতে পছন্দ করে।
- ছাগলের ঘর ছন, খড়, টিন, গোলা পাতা বা ইট দ্বারা তৈরী হতে পারে।
- ঘরের ভিতর বাঁশ বা কাঠের মাচা তৈরী করে তার উপর ছাগল রাখলে আরাম বোধ করে।
- মেঝে থেকে মাচার উচ্চতা ৩ ফুট এবং মাচা থেকে ছাদের উচ্চতা ৬ ফুট হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- মাচার বাঁশ বা কাঠের মধ্যে ১-২ ইঞ্চি ফাঁকা রাখতে হবে। এতে করে ছাগলের গোবর ও প্রস্রাব সহজেই মাচার নিচে পড়ে যাবে।
- শীতকালে যাতে ছাগল শীতে আক্রান্ত না হয় সে জন্য মাচার উপরের বেড়া চটের বস্তা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

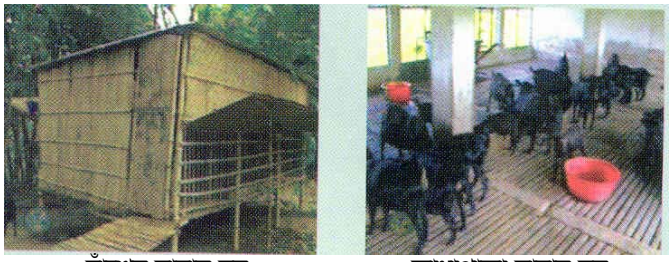

বাঁশের মাচার ঘর আধাপাকা মাচার ঘর

ছবি নং- ৪

খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

- ছাগল সাধারণতঃ গাছের পাতা বা ঘাস ছিড়ে খেতে পছন্দ করে। যেমন- কাঁঠাল, কলা, আম, ইপিল ইপিল পাতা, কচি ঘাস ইত্যাদি খেয়ে থাকে।
- ছাগলকে জমিতে ছেড়ে বা বেঁধে ঘাস খাওয়ানো যেতে পারে।

- ভাতের মাড় ও বাড়ীর উচ্ছিষ্ট খাদ্য ছাগলকে খাওয়ানো যায়।
- জন্মের পর হতে ছাগলের বাচ্চাকে ৩ মাস পর্যন্ত মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে।
- আঁশ জাতীয় খাদ্যের পাশাপাশি প্রতিটি ছাগলকে দৈনিক ২০০-৩০০ গ্রাম দানাদার খাদ্য দেওয়া যেতে পারে।
- দুগ্ধবতী ও গর্ভবতী ছাগলের খাদ্যের দিকে বিশেষ যত্ন নিতে হবে।

ছাগল সবুজ ঘাস ও দানাদার খাদ্য খাচ্ছে

বাচ্চা ছাগল ও বড় ছাগলের দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ ঃ

খাদ্যের উপাদান	বাচ্চার খাদ্য	বড় ছাগলের খাদ্য
ছোলা	২০ ভাগ	১৫ ভাগ
গম	২০ ভাগ	৩৫ ভাগ
তিলের খৈল	৩৫ ভাগ	২৫ ভাগ
গমের ভূসি	২০ ভাগ	২০ ভাগ
খনিজ মিশ্রণ	০৪ ভাগ	০৪ ভাগ
লবণ	০১ ভাগ	০১ ভাগ
মোট	**১০০ ভাগ**	**১০০ ভাগ**

ইউরিয়া চিটা গুড় মিশানো খড় নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে খাওয়ানো যায়	
২-৩ ইঞ্চি করে কাটা খড়	১ কেজি
চিটা গুড়	২২০ গ্রাম
ইউরিয়া	৩০ গ্রাম
পানি	৬০০ গ্রাম

দুগ্ধবতী ছাগলের প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ ঃ

ছাগীর ওজন কেজি	দুধের পরিমাণ (কেজি/দিন)	দানাদার খাদ্য (গ্রাম/দিন)	ঘাস/পাতা (কেজি/দিন)	খড় (গ্রাম/দিন)	ভাতের মাড় (কেজি)
২০	০.৫০	৩০০	১.৫	-	১.০০
২৫	০.৮০	৪০০	১.৫	-	১.২০
৩০	১.০০	৪০০	২.০	৩০০	১.৫
৩৫	১.০০	৪০০	২.৫	৫০০	২.০
৪০	১.০০	৪০০	২.৫	৬৫০	২.০

ছাগলের বাচ্চার বয়স অনুযায়ী খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ ঃ

বয়স (দিন)	দৈহিক ওজনের প্রতি কেজি ছাগলের জন্য দুধ (গ্রাম)	দৈহিক ওজনের প্রতি কেজি ছাগলের জন্য দানাদার খাদ্য (গ্রাম)	কচি ঘাস
০-১৪ দিন	১৫০ গ্রাম	-	-
১৫-৩০ দিন	১৫০ গ্রাম	সামান্য পরিমাণ	সামান্য পরিমাণ
৩১-৪২ দিন	১৫০ গ্রাম	২০ গ্রাম	সামান্য পরিমাণ
৪৩-৫৬ দিন	১৩০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	চাহিদা অনুযায়ী
৫৭-৭০ দিন	১১০ গ্রাম	৬০ গ্রাম	চাহিদা অনুযায়ী
৭১-৯০ দিন	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	চাহিদা অনুযায়ী

বাড়ন্ত ছাগলের দৈনিক খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ ঃ

ছাগলের ওজন (কেজি)	দৈনিক দানাদার খাদ্য (গ্রাম)	দৈনিক ঘাস সরবরাহ/ চরানো (কেজি)
৪	১০০	০.৪
৬	১৫০	০.৬
৮	২০০	০.৮
১০	২৫০	১.০
১২	৩০০	১.০
১৪	৩৫০	১.৫
১৮	৩৫০	২.০

বিভিন্ন ওজনের খাসির খাদ্য সরবরাহ ঃ

বসয়স (মাস)	ওজন (কেজি)	পাতা/ঘাস (কেজি)	ইউরিয়া মিশ্রিত খড় (কেজি)	দানাদার খাদ্য (গ্রাম)	ভাতের মাড়
৩	৬.০	০.৪০০	০.০২০	১০০	৪০০
৪	৭.৮	০.৪৫০	০.০৫০	২০০	৪০০
৫	৯.৬	০.৫০০	০.০৫০	২০০	৪০০
৬	১১.৫	০.৬০০	০.১০০	২৫০	৪০০
৭	১৩.২	০.৮০০	০.১৫০	২৫০	৪০০
৮	১৫.০	১.০০	০.২০০	৩০০	৪০০
৯	১৬.৮	১.০০	০.২০০	৩০০	৪০০
১০	১৮.৬	১.০০	০.২০০	৩০০	৪০০
১১	২০.৫	১.৩	০.২০০	৩০০	৪০০
১২	২২.২	১.৩	০.২০০	৩০০	৪০০

ছাগলের প্রধান প্রধান রোগ ও তার চিকিৎসা ঃ

১। পেটের পীড়া ঃ সাধারণত: ৩ ধরনের পেটের অসুখ হতে পারে। যেমন- (ক) খাদ্যে বিষ ক্রিয়া, (খ) ডায়রিয়া ও (গ) পেট ফোলা।

লক্ষণ ঃ

- খাদ্যে বিষ ক্রিয়া ও ডায়রিয়া হলে ছাগল বার বার পাতলা পায়কানা করে।
- ক্ষুধা থাকে না, জাবরকাটা বন্ধ করে।
- পেট ফোলে, মুখ ও কান ঠান্ডা হয়। পেটের বামদিক ফুলে উঠে।
- নড়তে পারে না ও আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

চিকিৎসা ঃ পাতলা পায়খানা খাবার স্যালাইন খাওয়ানো প্রয়োজন। পেট ফাঁপার জন্য ৫০ গ্রাম কাঁচা হলুদ বাটা ও ১২৫ গ্রাম গুড় মিশিয়ে খাওয়ালে পায়খানা প্রসাব হয়ে পেট ফোলা কমে যায়।

২। কৃমি ঃ গোল কৃমি, পাতাকৃমি, ফিতাকৃমি ইত্যাদি নানা ধরনের কৃমি ছাগলের পেটের ভিতর বাস করে খাবারে ভাগ বসিয়ে দূর্বল করে দেয়।

লক্ষণ ঃ ক্ষুধা কমে যায়। কখনও শক্ত বা কখনও পাতলা পায়খানা করে। চোয়ালে ও পেটের নিচে ঝুলে যায়, ওজন কমে যায়। মলের সাথে কখনও কৃমি দেখা যায়।

চিকিৎসা ঃ সকল প্রকার কৃমি জন্য কাজ করে এমন ঔষধ খাওয়ানো দরকার। যেমন- Dovenix ১ সিসি ২৫ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য চামড়া নিচে ইনজেকশন দিতে হয়।

৩। উকুন ঃ ছাগলের গায়ে উকুন বা আটালির দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। এদের আক্রমনে অস্বস্থি বোধ করে। ফলে ঠিকমত শুতে বা ঘুমাতে পারে না। রক্ত শূন্য হয়। চাড়া খসখসে হয়। দূর্বল ও রোগা দেখায়। আক্রমণ বেশী হলে দেহের বৃদ্ধি ও দুধ কমে যায়।

চিকিৎসা ঃ প্রতি লিটার পানিতে NEGUVON ১.৫ গ্রাম মিশিয়ে সমস্ত শরীরে পর পর ৩ দিন লাগাতে হবে। সেই সাথে বাসস্থানে স্প্রে করতে হবে।

৪। ওলান পাকা ঃ ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস বা ওলানে আঘাত পেলে এ রোগ হয়।

লক্ষণ ঃ ওলান ও বাট লাল হয়ে ফুলে উঠে। হাত দিলে গরম মনে হয়। ব্যাথার জন্য হাত দিতে দেয় না। পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে থাকে। জ্বর হয়। দুধের সাথে ছানার মত বের হয়ে আসে। পুরাতন রোগ দুধ একেবারে বন্ধ হয় এবং ওলান শক্ত হয়ে যায়।

চিকিৎসা ঃ গাভীর চিকিৎসার মত। শুধু ঔষধে পরিমাণ ১/৪ ব্যবহার করতে হয়।

৫। তড়কা (Anthrax) ঃ এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগ হয়। অনেক সময় রোগ প্রকাশের আগেই মারা যায়। প্রবল জ্বর হয়। কাঁপতে থাকে। খাওয়া বন্ধ করে, পেট ফুলে যায়। শ্বাস কষ্ট হয়। আক্রান্ত হবার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মারা যায়।

চিকিৎসা ঃ ৫ লাখ পেনিসিলিন মাংসে ইনজেকশন করতে হয়।

৬। ক্ষুরা রোগ ঃ ভাইরাস দ্বারা এ রোগ হয় এবং অত্যন্ত ছোঁয়াচে।

লক্ষণ ঃ জ্বর হয়। মুখের ভিতর ও পায়ের ক্ষুরের মাঝে ফোস্কা হয় পরে ফেটে যায় এবং ঘায়ে পরিণত হয়। খেতে পারে না, দূর্বল হয়। ক্ষতে মাছি পড়ার ফলে পোকা হয়।

চিকিৎসা ঃ কুসুম কুসুম গরম পানিতে পটাশ বা লবণ মিশিয়ে ধুইয়ে দিতে হয়। নেপথলিন গুড়া করে পায়ে লাগালে পোকা বন্ধ হয়। সালফামাইড এস ১/২ বড়ি দিনে ২ বার পর পর ৩ দিন খাওয়াতে হয়।

৭। পি, পি, আর বা গোট প্লেগ ঃ ভাইরাসজনিত মারাত্মক রোগ। ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশে প্রথম দেখা দিয়েছে।

লক্ষণ ঃ

- ঝিমায়, পিট বাঁকা করে দাঁড়িয়ে থাকে।
- পা, মুখ ও চোখ দিয়ে তরল পদার্থ নিঃসরণ হতে থাকে।
- শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং পাতলা পায়খানা হয়।
- ব্যাপকভাবে নিউমোনিয়া দেখা দেয় এবং শ্বাস কষ্ট হয়।

- অসুস্থ হওয়ার ৪-৭ দিনের মধ্যেই মারা যায়।

চিকিৎসা ঃ ভাইরাস জনিত রোগ হওয়ায় কোন ভাল চিকিৎসা নাই। পাতলা পায়খানার জন্য স্যালাইন খাওয়ানো প্রয়োজন। সেকেন্ডারী ইনজেকশন বন্দের জন্য এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা যায়।

প্রতিকার ঃ সুস্থ অবস্থায় ১ সিসি করে পি, পি, আর ভ্যাকসিন প্রয়োগ করলে রক্ষা পাওয়া যায়। একবার টিকা প্রয়োগ করলে ৩ বছর পর্যন্ত প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে। গর্ভবতী ছাগীকে টিকা দিলে বাচ্চা শরীরে ৫ মাস পর্যন্ত প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে।

= ০ =

দারিদ্র বিমোচনে ভেড়া পালন

কেন ভেড়া পালন করবেন

- ভেড়া নিরীহ ও ছোট প্রাণী। ফলে এদের খাদ্য, আবাসন, বিনিয়োগ এবং ঝুঁকিও কম।
- ভেড়া মাংস, পশম, চামড়া ও জৈব সার উৎপাদন করে।
- ভেড়া গরু-ছাগলের সাথে মিশ্রভাবে পালন করা যায়।
- সাধারণতঃ একটি ভেড়া বছরে ২ বার বাচ্চা দেয়। প্রতিবার গড়ে ২ টি করে বাচ্চা দেয়।
- ভেড়ার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশী।
- ভেড়া ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও মাঝারী চাষীদের অতিরিক্ত আয়ের উৎস হতে পারে।
- গাভী পালন করার সামর্থ নেই এমন খামারীরা অনায়াসে ২-৩টি ভেড়া পালন করতে পারে।
- এরা পতিত জমির ঘাস, গাছের ঝড়া পাতা, আগাছা ও উচ্ছিষ্ট পদার্থ খেয়ে বেঁচে থাকে।
- ভেড়া খামারীর জীবন্ত বীমা হিসেবে প্রয়োজনের সময় খামারীকে অর্থের যোগান দেয়।
- বাংলাদেশের ভেড়া থেকে বছরে ২-৩ বার পশম সংগ্রহ করা যায়।
- ভেড়ার মাংস তুলনামূলকভাবে নরম, রসালো এবং বিশেষ কোন গন্ধ নেই।
- একজন লোক অনায়াসে ৫০-১০০টি ভেড়া পালন করতে পারে।
- ভেড়া নিজেদের বিভিন্ন আবহাওয়া ও জলবায়ুর সংগে খাপ খাইয়ে চলতে পারে।

ভেড়ী নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় ঃ

- নির্বাচনের সময় ভেড়ীর বয়স ৯-১৩ মাসের মধ্যে হওয়া উচিত।
- নির্বাচিত ভেড়ী অধিক উৎপাদনশীল বংশের আকারে বড়, আকর্ষণীয় গঠনের হতে হবে।
- নির্বাচিত ভেড়ীর মা, দাদী ও নানীর বছরে ২ বার এবং প্রতিবার কমপক্ষে ২টি করে বাচ্চা দিয়েছে কিনা জানতে হবে।
- নির্বাচিত ভেড়ী কিছুটা ত্রিকোণাকৃতি, পা সামঞ্জস্যপূর্ণ, ওলান অধিক দুধ ধারন সম্পন্ন, বাট সামঞ্জস্যপূর্ণ কিছুটা ভিতরের দিকে বাঁকানো।
- নির্বাচিত ভেড়ীর পেট তুলনামূলকভাবে বড়, পাজরের হাঁড় সম্প্রসারণশীল।

ভেড়ার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

সুস্থ্য ভেড়া চেনার লক্ষণসমূহঃ

- স্বাভাবিকভাবে ১টি সুস্থ ভেড়ার প্রতি মিনিটে নাড়ী স্পন্দন হার ৭০-৯০, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার প্রতি মিনিটে ১০-২০ এবং দেহের তাপমাত্রা ৩৯ ডিগ্রী সেঃ বা ১০২ ডিগ্রী ফাঃ হয়ে থাকে।
- সুস্থ ভেড়া একমনে খাদ্য গ্রহণ করে।
- সুস্থ ভেড়ার মাথা শরীরের সাথে সমান্তরাল থাকে এবং সব সময় সাবলীল ভঙ্গিতে চলাফেরা করে।
- সুস্থ ভেড়ার চামড়া বিশেষ করে যে সকল অংশ পশমে আবৃত নয় সে সকল অংশ উজ্জ্বল নরম থাকে।
- পা গুলি শক্ত ও সুঠাম গড়নের হবে।
- সুস্থ ভেড়ার পায়খানা দানাদার হবে এবং পায়ু অঞ্চল পরিচ্ছন্ন থাকবে।

- প্রস্রাবের রং শুকনো খড়ের মতো হবে।
- দুধের বাট এবং ওলান নরম ও স্পঞ্জের মতো হবে।

ভেড়ীর গরম হওয়ার লক্ষণ সমূহ ঃ

- ভেড়ী গরম হলে সোজা ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, লেজ বাঁকিয়ে রাখে এবং ঘন ঘন লেজ নাড়ে।
- ভেড়ীর যৌনীদ্বার লাল ও ফোলা হবে এবং যৌনীদ্বার দিয়ে সাদাটে মিউকাস বের হবে।
- ভেড়ীর খাওয়া দাওয়া কমে যায়, ডাকাডাকি করে।
- গরম হওয়া ভেড়ী ভেড়ার পাঁঠার গা ঘেসে অবস্থান করে।
- অন্যান্য প্রজাতি যেমন ছাগী অন্য ছাগীর উপর লাফ দেয় কিন্তু ভেড়ার ক্ষেত্রে তা সাধারণত দেখা যায় না।
- ভেড়ী গরম হওয়ার ১২ ঘন্টা পর অর্থাৎ সকালে গরম হলে বিকেলে এবং বিকেলে গরম হলে পরদিন সকালে পাল দিতে হবে।

প্রজননের জন্য ভেড়ার পাঁঠা নির্বাচন

১। প্রজননের জন্য পাঁঠার বয়স ১২-১৪ মাস হতে পারে।
২। অধিক উৎপাদনশীল বংশের আকারে বড় ও শৌর্য্য-বীর্যশীল হওয়া উচিত।
৩। অন্ডকোষ সুগঠিত এবং পিছনের পা সুঠাম ও শক্তিশালী হতে হবে।
৪। নির্বাচিত ভেড়ার মা, দাদী ও নানীর বাচ্চা মৃত্যুর হার ৫% এর নিচে হতে হবে।
৫। নির্বাচিত ভেড়া যৌনরোগ সহ সকল প্রকার রোগমুক্ত হতে হবে।

ভেড়ার ঘর কিভাবে তৈরী করবেন

- যাদের আর্থিক সামর্থ কম তারা তাদের বসতঘর ও গোয়ালঘরের সাথে আলাদা পার্টিশন করে ভেড়া রাখার ব্যবস্থা করতে পারেন।
- ভেড়ার ঘর ছন, গোলপাতা, খড়, টিন বা ইটের তৈরী হতে পারে।
- ঘরের ভিতর বাঁশ বা কাঠের মাচা তৈরী করে তার উপর ভেড়া রাখতে হবে।মাচার উচ্চতা ৫ ফুট এবং মাচা থেকে ছাদের উচ্চতা ৬-৮ ফুট হবে। গোবর ও পেশাব পড়ার সুবিধার্থে বাঁশের চটা বা কাঠকে ২.৫৪ সেঃমিঃ (১ইঞ্চি) ফাঁক রাখতে হবে।
- মাচার নীচে সহজে গোবর ও পেশাব সরানোর জন্য ঘরের মেঝে মাঝ বরাবর উঁচু করে দুই পার্শ্বে ঢালু রাখতে হবে।
- মেঝে মাটির হলে সেখানে পর্যাপ্ত বালি মাটি দিতে হবে।
- ভেড়ার ঘরের দেয়াল, মাচার নীচের অংশে ফাঁকা এবং মাঝের উপরের অংশ এম, এস ফ্লেক্সিবল নেট হতে পারে।
- বৃষ্টি যেন সরাসরি না ঢুকে সেজন্য ভেড়ার ঘরের চালা ১-১.৫ মিঃ (৩.১৮- ৩.৭৭ ফুট) ঝুলিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।
- শীতকালে রাতের বেলায় মাচার উপরের দেয়ালকে চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
- শীতের সময় মাচার উপর ১০-১২ সেঃ মিঃ (৪-৫ইঞ্চি) পুরু খড়ের বেডিং বিছিয়ে দিতে হবে।

ভেড়ার খাদ্যাভাস

- ভেড়া গরুর মত মাটিতে চরে খেতে পছন্দ করে।
- ভেড়া ছাগলের মত লতা ও গুল্ম জাতীয় গাছের পাতা ও খায়।
- ভেড়া সহজে নতুন খাদ্যে অভ্যস্ত হয়।
- ভেড়া ঘাস, লতাপাতা, সাইলেজ, হে, খড়, দানাদার খাদ্য খেয়ে থাকে।
- খাদ্যাভাবের সময় এরা খড়, নাড়া ইত্যাদি খায়।
- ভেড়া পাকস্থলির আয়তন, পাকস্থলিতে পানির পরিমাণ এবং খাদ্য-পাচ্যতার সময় বাড়িয়ে দিয়ে খাদ্যের পাচ্যতাকে প্রায় ১২% পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারে।

ভেড়ার পাঁঠার খাদ্য

- পাঁঠাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঁচা ঘাস খাওয়াতে হবে।
- ২০-২৫ কেজি ওজনের পাঁঠাকে দৈনিক ৩৫০- ৫০০ গ্রাম আমিষ সমৃদ্ধ দানাদার খাদ্য দিতে হবে।
- দৈনিক প্রায় ১০ গ্রাম করে গজানো ছোলা খাওয়াতে হবে।
- কাঁচা ঘাসের পরিমাণ কম হলে বছরে অন্ততঃ দুইবার ২- ৩ মিঃ লিঃ ভিটামিন এ ডি ই ইনজেকশন দিতে হবে।
- পাঁঠাকে কখনোই অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার দেয়া যাবে না।

বাচ্চা ভেড়ার যত্ন

- বাচ্চাকে মোটামুটি পরিস্কার করে দ্রুত শাল দুধ খাওয়াতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি বাচ্চা যেন শালদুধ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।
- বাচ্চার চাহিদার তুলনায় মায়ের দুধ কম হলে বাচ্চাকে বিকল্প দুধ দিতে হবে।
- শীতকালে যখন তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রী সেঃ এর নীচে থাকে অথবা বাচ্চা যদি শীতে কাঁপতে থাকে তখন বাচ্চাকে সাথে সাথে উষ্ণ স্থানে (তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রী সেঃ) বা রোদে রেখে গরম করতে হবে।
- বাচ্চা প্রসবের পর ভেড়ীকে স্যালাইন গোলানো পানি (প্রতিলিটার পানিতে ২০ গ্রাম চিটাগুড় এবং ২ গ্রাম লবণ) ২-৩ লিটার হারে পান করতে দিতে হবে। ভেড়ীকে এ সময়ে জাউসহ ভাল ঘাস সরবরাহ করতে হবে।

বয়স ও ওজন ভেদে ভেড়ার বাচ্চার (০-৪ মাস) প্রয়োজনীয় খাদ্য

বয়স (সপ্তাহ)	ওজন (কেজি)	দৈনিক খাদ্য সরবরাহ (গ্রাম)			
		মায়ের দুধ (সাকলিং/বিকল্প দুধ)	দানাদার খাদ্য	কচি ঘাস/লতা পাতা	ইউএমএস বা প্রক্রিয়াজাত
০	১.৫	২৯০	-	-	-
১	২.০	৩৬০	-	-	-
২	২.৪	৪১০	১০	সামান্য পরিমাণ	
৩	২.৮	৪৬০	১০	সামান্য পরিমাণ	
৪	৩.১	৫০০	১৫	সামান্য পরিমাণ	
৫	৩.৬	৫৬০	২০	১০০	
৬	৪.০	৬০০	২৫	১৫০	
৭	৪.৪	৬০০	৩০	১৫০	ঐ
৮	৪.৭	৬০০	৩০	১৫০	২০

ডালজাতীয় শুষ্ক (হে) এবং সাইলেজ ভিত্তিতে ভেড়ার মোটাতাজাকরণ রেশন।

বয়স (মাস)	ওজন কেজি	ডালজাতীয় শুষ্ক ঘাস হে গ্রাম/দিন	সাইলেজ গ্রাম/দিন	চাল ভাঙ্গা ভূট্টা ভাঙ্গা	বিপাকীয় শক্তি কেজি	বিপাকীয় আমিষ
৩	৬.০	১০০	-	২০০	২.৮৫	২৪
৪	৭.৮	২৫০	-	২০০	৪.১৩	২৭
৫	৯.৬	৩০০	-	২০০	৪.৫৬	২৯
৬	১১.৫	৩৫০	সামান্য পরিমাণ (২৫-৫০)	২০০	৫.০০	৩২
৭	১৩.২	৪০০	সামান্য পরিমাণ (২৫-৫০)	২০০	৫.১৬	৩৪
৮	১৫	৪০০	১৫০	২০০	৫.৪০	৩৬

ভেড়ার মাংসের গুণগতমান

ভেড়ার মাংস তুলনামূলকভাবে নরম, রসালো এবং কোন বিশেষ গন্ধ নেই।
গরু, ছাগল ও ভেড়ার মাংসের গড় পুষ্টি উপাদান-

পুষ্টি-উপাদান	ভেড়া	গরু	ছাগল
পানি (%)	৭৫	৭৪	৭৪
আমিষ (%)	২১	২২	২২
চর্বি (%)	৩	৩	৩
খনিজ (%)	১	১	১
ভিটামিন- এ (মিগ্রাম/১০০গ্রাঃ)	১০	২০	১০

ভেড়ার বিভিন্ন বয়সে টিকা প্রদানের ছক

রোগ	৩য় দিন	১০-১৪ দিন	৩ মাস	৪ মাস	৫ মাস	৫ মাস
এক থাইমা	১ম ডোজ	২য় ডোজ				
ক্ষুরা রোগ			১ম ডোজ পলিভ্যালেন্ট টিকা			

ক্ষুরা রোগে আক্রান্ত ভেড়ার মাড়ি ও জিহ্বা